22

দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 JUL 1997
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ঃ বাংলা একাডেমী ৬৪টি জেলার আলাদা গ্রন্থ প্রকাশ করবে

হাসান হাফিজ ঃ বাংলা একাডেমী দেশের ৬৪টি জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। জেলাভিত্তিক এই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পে ৬৪ জেলার ৬৪টি আলাদা গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে এক কোটি ৭৩ লাখ টাকা। সময় লাগবে দু বছর।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সরকার ইতিমধ্যেই এ প্রকল্পটি অনুমোদন করেছেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ লাখ টাকা বরাদ্দও দেয়া হয়েছে। খুব শিগগিরই 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ' শিরোনামের প্রকল্পটির আনুষ্ঠানিক কাজ-কর্ম শুরু হবে।

এই প্রকল্পের চারটি পর্ব রয়েছে। প্রথমত ৬৪টি জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, দ্বিতীয়ত মুক্তিযুদ্ধে নারী ও কিশোর সমাজের ভূমিকা ও অবদান, তৃতীয়ত মুক্তিযুদ্ধে নৌ-কমান্ডো ও বিমান বাহিনীর অবদান লিপিবদ্ধ করা হবে। চতুর্থ অংশে প্রকাশ করা হবে 'ছবিতে ইতিহাস' শীর্ষক দ্বিভাষিক একটি আলোকচিত্র অ্যালবাম। অ্যালবাম প্রকাশের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর কোন আলোকচিত্র অ্যালবাম প্রকাশিত হয়নি। এই অ্যালবামের মাধ্যমে ইতিহাসের মহানায়ককে যেমন জানা যাবে-তেমনি নবপ্রজন্ম দেশের ইতিহাসের সঙ্গেও পরিচিত হতে পারবে।'

এটি খুব উচ্চাভিলাষী প্রকল্প নয়। এ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস প্রণীত হয়েছে, তা পূর্ণাঙ্গ নয়। যা হয়েছে তা মূলত দলিলপত্র, যুদ্ধের ইতিহাস, গোলাবারুদের ইতিহাস। বাংলা একাডেমীর প্রকল্পে তৃণমূল পর্যায় থেকে তথ্য সংগৃহীত হবে। খুব সাধারণ ভাষায় ৬৪টি জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। প্রতিটি বই হবে সর্বাধিক দেড়শ পৃষ্ঠার। ছয় থেকে সাতটি অধ্যায় থাকবে প্রতি বইয়ে। অধ্যায়গুলিতে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, সূচনা, মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক অবস্থান, সংখ্যা, অস্ত্র, সামরিক সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের ভূমিকা, কৃষক ও নারী সমাজের অবদান ইত্যাদি।

তিনি জানান, লেখক নির্বাচন করে তাদের একদিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। গ্রন্থমালার জন্য থাকবে উপদেষ্টা পরিষদ, সম্পাদনা পরিষদ ও গবেষণা সহকারী। বইয়ের আয়তন ১৫০ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখা হবে-যাতে বই পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পৌঁছে দেয়াই এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর। তিনি বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রমাণীকরণ পরিষদেরও চেয়ারম্যান। মহাপরিচালক বলেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাহায্যও নেয়া হবে। ৬৪টি জেলার ইতিহাস প্রণীত হলে ভবিষ্যতে এই ইতিহাসকে আরও বিস্তৃত করা সম্ভব হবে। এটা মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক ইতিহাস প্রণয়নের কাজেও সহায়ক হবে। জেলাভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস প্রণয়নের কাজটি একটি মৌলিক কাজ।